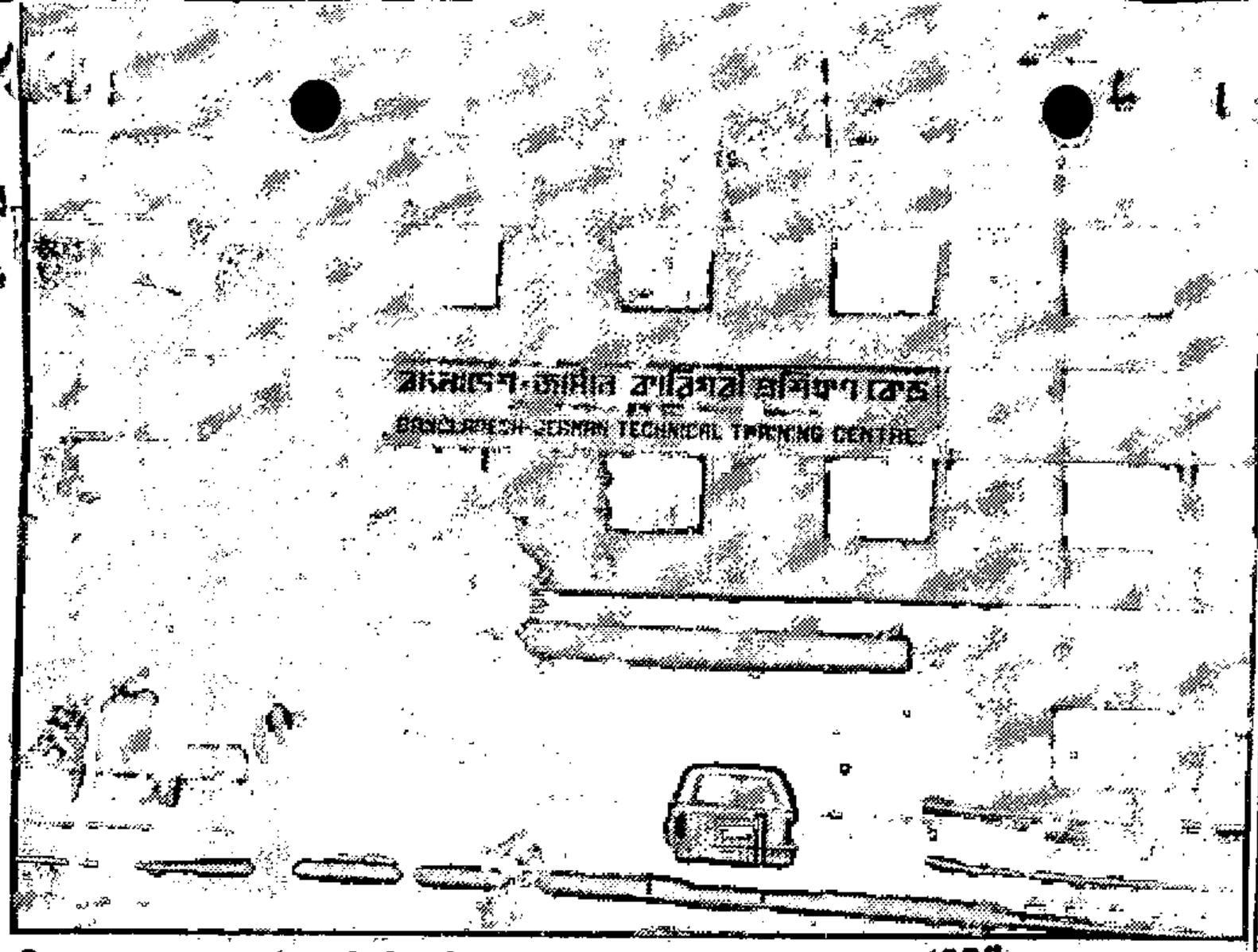

মীরপুরে বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

31 MAY 1989

বাংলাদেশ–জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কিছু কথা

।। সেলিম কামাস ।।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। বাক্যটি সর্বজনপরিচিত। কিন্তু এ শিক্ষা তখনই বিফল মনে হয় যখন দেখা যায় এম এ পাস যুবক চাকরি না পেয়ে বেকারত্বের বিষাক্ত কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। অথচ তার পাশাপাশি সামান্য কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন যুবক দিনের পর দিন বিনিময় করছে শ্রম, উপার্জন করছে জীবিকা।

দরিদ্র দেশে দরিদ্রের সংখ্যাধিক্যই স্বাভাবিক। শতকরা ২০ জন বাংলাদেশী দারিদ্র্যের কারণে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা হয় পারিবারিক অসন্তোষের মূল ভিত্তি। আর এদের জন্যেই প্রয়োজন কারিগরি বা ব্যবহারিক জ্ঞান। বেকার যুবকদের তুলনায় বাংলাদেশে এখনও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল।

পাক আমলে আই এল ও'র পক্ষ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। যার একটি বর্তমানে মীরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)।

এরপর প্রয়োজন বোধ করে পশ্চিম জার্মান সরকার এখানে আরেকটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। টিটিসি'র পূর্ব পাশেই–এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করতে না পারায় মীরপুর দুই নম্বর সেকশনের হাউজিং এ্যান্ড সেটেলমেন্ট–এর কাছ থেকে ৬·৪৭ একর জমি (আবাসিক ব্যবস্থাসহ) বরাদ্দ নেয়া হয়। এখানেই ১৯৬৪ সালে পাক–জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা' বাংলাদেশ–জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, যার প্রতিটি ধূলিকণার সংগে ঘোরাফেরা করছে পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা। ১৯৬৮ সন থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরম্ভ হয়। ১৯৮০ সন পর্যন্ত জার্মান কারিগরি বিশেষজ্ঞগণের সার্বিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এই কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। মনোন্নয়নের লক্ষ্যে অধ্যক্ষসহ অধিকাংশ প্রশিক্ষককে পশ্চিম জার্মান সরকারের বৃত্তিতে জার্মানীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে চারটি কর্মশালাসহ তিনতলা প্রশাসনিক ভবন এবং শিক্ষক–ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী কারিগরি তৈরীই হচ্ছে এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত এবং কর্মসংস্থান করাই হচ্ছে এদের প্রকৃত লক্ষ্য।

বর্তমানে এখানে তেরটি ট্রেডে প্রায় ছ'শ ছাত্র–ছাত্রীর জন্যে রয়েছে বায়ান্নজন প্রশিক্ষক। ট্রেডগুলো হচ্ছে অটোমোটিভ, ইলেকট্রিক্যাল, জেনারেল মেকানিক্স, মেশিনিস্ট, টার্নার, ওয়েল্ডিং, সিভিল কন্সট্রাকশন (মেশনরী), প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল গার্মেন্টস ট্রেনিং কোর্স। অষ্টম শ্রেণী পাস কিন্তু ম্যাট্রিক পাস নয় এমন ছাত্র–ছাত্রীরাই এ ট্রেডগুলোতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। আবার এস এস সি পাস কিন্তু এইচ এস সি পাস নয় এমন ছাত্রদের জন্যে রয়েছে সিভিল ড্রাফটিং, ম্যাকানিকেল ড্রাফটিং, রেডিও এ্যান্ড টেলিভিশন, রিফ্রেজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং। এখানে দু'টো স্বয়ংসম্পূর্ণ কোর্সে (১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ) ছাত্র–ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তা' ছাড়া সান্ধ্যকালীন (স্বনির্ভর) কোর্সে ছয় মাসের ট্রেড কোর্স চালু করা হয়েছে। স্বনির্ভর কোর্সের ছাত্র–ছাত্রীরা নিজেদের খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা কি এ সম্পর্কে আলাপকালে অধ্যক্ষ জনাব আবু মোঃ হাসানুজ্জামানের পক্ষ থেকে সিভিল ড্রাফটিং চীফ ইন্সট্রাক্টর জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন খান জানান, সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যাই থাকে না, যেহেতু যেকোন সমস্যা বা প্রতিকূল অবস্থা প্রতিরোধের ক্ষমতা সরকারের আছে।

এখানকার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় ছাত্ররা জানান, আসলে তারা যা শেখেন সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ ব্যবস্থা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু মানের দিক থেকে এরা ভিন্ন অর্থাৎ প্রতিটি ট্রেডের মূল্যায়নের সমবন্টন হয় না। কম্পিউটর পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কি–না জানতে চাইলে জনাব মোকাররম জানান–এ ব্যাপারে আপাততঃ কোন চিন্তা–ভাবনা নেই।

এখানে দু'জন জাপানী জুনিয়র এক্সপার্ট রয়েছেন জাপান সরকারের খরচে। একজন মিঃ কিওমাসা কিনুজো প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে এবং মিঃ ইওইচিরো মিনাতো ওয়েল্ডিং ট্রেডে আছেন। এঁরা শ্রম ছাড়াও জাপান সরকারের (JOCV) কাছে থেকে কিছু কিছু সহযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকেন।

কেন্দ্রটি স্থাপনের পর হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণসূচী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে আপ–গ্রেডিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আশুগঞ্জ সার কারখানা স্থাপনের জন্যে যে সকল দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয় তাদের প্রশিক্ষণ এই কেন্দ্রেই দেয়া হয়েছিল।

এ কেন্দ্রের প্রতিটি বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখাকালে লক্ষ্য করা গেছে–এর ভেতরের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি পুরনো মডেলের। এগুলো ... যুগোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে জাপানী জুনিয়র এক্সপার্ট মিঃ কিওমাসা কিনুজো'র সহযোগিতায় প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং বিভাগের জন্যে JOCV (JICA)'র পক্ষ থেকে একটি নতুন ধরনের পাইপ এ্যান্ড বোল্ট থ্রেড কাটিং মেশিন আনা

১৩-এর পাতায় দেখুন